‘গোরা’— বিদেশীদের চোখে

রবিন পাল

রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসী পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১৪ (১৯০৭) থেকে ফাল্গুন ১৩১৬ (১৯০৯) পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, ঋিভারতী প্রকাশন থেকে সংশোধিত রূপ বার হয় ১৯২৮-এ। এর আগের প্রকাশিত রূপ ধরেই ১৯২৪-এ ইংরেজি অনুবাদ বার হয় ম্যাকমিলান থেকে। অনুবাদ করেন সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর। এই ইংরেজি অনুবাদের খুব গুত্বপূর্ণ সম ালোচনা বের হয় নি, যা-ও বা বেরিয়েছে সেগুলি পাশ কাটিয়ে যাওয়া আলোচনা, কোনো কোনো লেখায় গোরা উপন্য াসটিকে কিপলিঙ এর কিম (১৯০১) অথবা ওই একই লেখকের লাইফ্স্ হ্যাণ্ডিক্যাপ (১৮৯১) গল্পগ্রন্থের ‘নামগে ভুলা’ গল্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যদিও কিপলিঙ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ, রচন সামর্থ্য পৃথক। কৃষ্ণ কৃপালনী বলেছিলেন গোরা শুধু একটা উপন্যাস নয়, এ হল পরিবর্ত্তমান ভারতবর্ষের এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। এর বিশালত্ব এবং ঘটনা পরিবর্ত্তন, চরিত্র বৈচিত্র্য তেমন না হলে ও শ উপন্যাস টলস্টয়ের যুদ্ধ ও শান্তির সঙ্গে তুলনীয়।’ (Rabindranath Tagore : A Biography, পৃ. ২১৩) কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই। এই মহাকাব্যিকত ার কথা সরোজ বন্দোপাধ্যায়-ও বলেছেন। তাঁর মতে এ উপন্যাসে আছে ‘সর্বতোমুখী সাফল্য’, এ উপন্যাসে বাংলা জীবন ও সংস্কৃতির দুধারায় ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টার জাতীয় রূপক আছে খণ্ডিভবনের যন্ত্রণার পূর্ণ নিদর্শন, এখানে আশর্চ্য সব বিপরীতের সমাবেশ, গোরার যাত্রা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের দেবতার সন্ধানে, ইত্যাদি (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর)। কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করব, ইংরেজ আলোচকরা এ উপন্যাস আলোচনায় আদৌ সুবিচারের পরিচয় দিতে প ারেন নি, অনেক আলোচনাই তাদের যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট উপন্যাসটি নিয়ে বাঙালী যতই মাতামাতি কক, তাঁর শিল্পোৎকর্ষ বা মহাকাব্যিকতা নিয়ে জগঝম্প বাজাক, পাশ্চাত্য সমালোচকবৃন্দ পরম অবজ্ঞা বশত : নানা বিরূপ মন্তব্য করতে কসুর করেন নি। এর দুটো কারণ হতে পারে— ক) উপন্যাসটি বুঝতে না পারা, বোঝার চেষ্টা না করা খ) স্বেচ্ছাকৃত অবজ্ঞা যাতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরসিকবৃন্দ বইটি হাতেই না নেন। যেমন ধরা যাক ওয়েস্ট মিনিষ্টার উইকলির মন্তব্য “গোরা সত্যি সত্যিই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল (disconcerting), এর বিষয় জাতিভেদ, আর জাতিভেদ এমন একটা বিষয় যা পশ্চিমের লোকরা মোটেই গুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে না। (২৩/২/১৯২৪)

লিওনার্ড উলফ ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত আলোচক। তিনি বলছেন —আমি একথা উল্লেখ করতে পারি যে বইটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় আর আমার মনে হয় এর বিবেচ্য উৎকর্ষ আছে।....কিন্তু ফর্মের দিক দিয়ে এটি অত্যন্ত পুরোনো ধাঁচের, বস্তুত : উপন্যাসটি অ্যান্থনী ট্রোলোপদের প্লাবনবিরোধী (Antediluvian) ঘরানার। (Nation and Athenaeum, ৯.২.১৯২৪)

এ বিষয়ে অ্যালেক্স আরণসনের মন্তব্য এই যে যাঁরা রাবেলে থেকে লরেন্স ইউরোপীয় ঘরানার উপন্যাস পাঠে অভ্যস্ত তঁ াদের রবীন্দ্র উপন্যাস ভালো না লাগারই কথা। আর কবিতার মতো গদ্য রচনায় কথা সাহিত্যে তো তিনি সেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ইংরেজ আলোচকদের একাংশ বারংবার কিপলিঙ এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সাদৃশ্য সন্ধান করেছেন। একটা আলোচনায় লেখা হল—ভারতীয় এই উপন্যাসটির (অর্থাৎ গোরা-র) পরিণতিমুখী উন্মোচনে অনেক পাঠকের স্মরণে আসবে কিপলিঙের ‘নামগে ভূলা’ গল্পটির কথা। দুটি ক্ষেত্রেই ঐকান্তিক আগ্রহী স্বদেশপ্রেমিকের খাঁটি ভ ারতীয় হতে না পারা, পরিবর্ত্তে আধা আইরিশ পরিচয় আছে। (বারমিঙ্গহ্যাম গেজেট , ১২.০৪.১৯২৪) এ সম্পর্কে

শ্রীযুক্তা শিবানী রায় আলোচনা করে দেখিয়েছেন এই দুটি রচনার মধ্যে সাদৃশ্য যেমন বৈসাদৃশ্য ও কম নেই। রবীন্দ্রনাথ ও কিপলিঙ দুজনের দৃষ্টিকোণ বিপরীত। নিজেকে সাহেব জানার পর ও তার ইংরেজ-বিদ্বেষ কমে নি, সে ভারতবর্ষীয় ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মধ্যেই পেয়েছে আস্থা, তার চেতনা জাতীয়তাবাদ থেকে উন্নীত হয়েছে আন্তর্জাতিকতা বাদে। (রবীন্দ্র উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য অভিঘাত, শিবানী রায়, পৃ. ২৬-৩৩) ডারবানের নাটাল মার্কারি পত্রিকায় একজন পত্র লিখছেন 'গোরা' প্রসঙ্গে (২৪/৭/১৯২৯) : হায় ভগবান! ওই ভয়ঙ্কর বইটি কি আমি ভুলতে পারব? এ বইটা (অর্থাৎ গোরা) হল কিপলিঙের 'কিম' উপন্যাসটির উল্টো দিক, যাতে লেখক বিপরীত নীতিকথা তুলে ধরতে চান। এ বইটা কিপলিঙ প্রতিভার গুণ বর্জিত একেবারে—বেজায় দীর্ঘ, তরঙ্গায়িত, বহুবক্তব্যময়, যাতে প্রচুর অপ্রধান প্রসঙ্গে ও অপ্রয়োজ্য অংশের ভিড়ে প্লট প্রায়ই দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

'কবিটি' বস্তুত এমন একজন লেখক যাকে নিয়ে অল্প কিছু বোকা লোক কথা বলবে, কিন্তু বইটা কেউই পড়বে না....কিন্তু কেন আমরা আমাদের গরিব পশ্চিমা মস্তিষ্ককে বোঝাই করব, একজন সাহিত্যগত দুশ্চরিত্রের উপযুক্ত উপমা আবিষ্কার করবার অভিপ্রায়ে, যখন অতুলনীয়, গিলবার্ট আমরা যা চাইছি তা দিয়ে দিচ্ছে....।'

এই ধরনের লেখা থেকে অশিষ্ট, সাহিত্যসীমানা বহির্ভূত পাশ্চাত্যের প্রাচ্য ঘৃণা ফুটে ওঠে মাত্র। আরনসন ঠিকই বলেন—কিপলিঙ এবং রবীন্দ্রনাথের সাদৃশায়ন অদ্ভুত আর তা সাহিত্যপ্রেক্ষণ থেকে তো নয়ই। (Rabindranath Through Western Eyes.পৃ.৯২)

কিন্তু স্পেনে 'গোরা' যথেষ্ট জনপ্রিয়। পুরোনো কালেই এ উপন্যাসের অন্তত পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল। ১৯৮২ সালের একটি সংস্করণ হাতে আসে। তাতে দেখছি অতি সংক্ষেপে উপন্যাসটির পরিচিতি। তার প্রাসঙ্গিক অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি। ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক হিন্দু সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আত্যন্তিক সংযোগে পারিপার্শ্বিক থেকে সংগ্রহ করেন নতুন নতুন বৈচিত্র্য তাঁর উপন্যাসে, প্রধান প্রধান সম্পদ এবং সামাজিক পরিপূরক উপাদান গুলি, প্রকাশ ঘটে কাব্যিক ভাষায়। 'গোরা' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে কলকাতার বুর্জোয়া পরিবারের উস্‌কে তোলা দ্বন্দ্ব, তার পরিব ারের লোকজনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্নতা। বিভিন্ন নাট্যিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বগুলির মনস্তত্ত্ববিন্যাসে, হ াস্যরসের অভাব না রেখে, বিশেষত : মানসিক যাতনার বর্ণনা রেখে, তণদের উৎসাহী এবং আশারিত্ত করে তোলার চেষ্ট া আছে।'' কৃষ্ণা দত্ত এবং অ্যান্ড্রু রবিনসন জানান বেশীর ভাগ পশ্চিমা পাঠকের কাছে 'গোরা' বড়ো সমস্যা তুলেছে তবে তা 'ঘরে বাইরে'র মতো নয়। এ উপন্যাসটির পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ অচেনা, আর যারা ওই সময়ের (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রে াহ পরবর্তী) বাংলাদেশের সম্পর্কে জানেন না, তাদের জন্য কোনো ছাড় বা সুযোগ রাখেন নি। তাছাড়া সর্বোপরি উপন্য াসটিতে আছে জাতপাত নিয়ে বিতর্ক, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, ধর্ম নিয়ে, হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, খৃষ্টীয়ত্ব নিয়ে বাদানুবাদ। যখন ১৯২৪ স ালে উপন্যাসটি অসন্তোষ জনক ইংরেজিতে বেল তখন বেশীর ভাগ পাঠকই উপন্যাসটিকে ক্লান্তিকর মনে করেছিলেন। ব্যতিক্রমী লিওনার্ড উলফ, যিনি ভার্জিনিয়া উলফের স্বামী, সমালোচক, সিংহলে প্রশাসক। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন উপন্য াসটির বিষয় ভাবনায়, শৈলীতে নয়, আর সঙ্গত ভাবেই উল্লেখ করেন যে আঙ্কল টমস কেবিন এর বিবেচ্য উৎকর্ষ থাকলে ও তা ঠিক শিল্প কৃতি নয়। তিনি লেখেন—'গোরা উপন্যাসের বিষয় বস্তু আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লেগেছে, আর ঠাকুর মহাশয়ের এ বিষয়ে উপস্থাপনা পুরো বইটিকে নিমগ্ন করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা যা আজকের কলকাতার শিক্ষিত বাঙালীকে মুখোমুখি হতেই হয়।' পূর্বোল্লিখিত লেখকদ্বয় মন্তব্য করছেন যে একদিক থেকে উলফ মহাশয় সম্পূর্ণত ভ্রান্ত। বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু না জেনে, তিনি এ উপন্যাসটির সা ম্প্রতিকতা ১৯২০ তে স্থাপন করছেন। কিন্তু আর একদিক থেকে উলফ অধিকতর গুত্বপূর্ণ, ভ্রান্ত নন। কারণ, গোরা, তলিয়ে দেখলে ভারতীয় দুর্ভাগ্যপূর্ণতায় প্রাসঙ্গিক, কারণ আধুনিক ভারতবর্ষ, পশ্চিমের সঙ্গে অভিঘাতে, পশ্চিমের অনুকৃতি ছাড়া আর কিই বা হতে পারে। আর এই বিতর্কতো আজকে ও সজীব, যেমন ছিল ১৯২৪-এ অথবা ১৮৭৩-এ। (Rabindranath Tagore The Myriad Minded Man—Krishna Dutta and Andrew Robinson, পৃ. ১৫৪-১৫৫)। Mary Lago রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অনেক চর্চা করেছেন, রবীন্দ্র সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিয়ে বই লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের গল্প, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোথেনস্টাইনের পত্রবিনিময় সম্পাদনা করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক বইটিতে 'গোরা' নিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে সেটা হল—গোরা উপন্যাসটিতে হিন্দু রক্ষণশীলতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স

ম্পর্ক নিয়ে চর্চা আছে। এধরনের উপন্যাস অনুবাদ বিরাট দায়িত্ব বহন করে, বিশেষত এরকম একজন নামী লেখকের লেখা। এই বইটি লেখার পর অর্থাৎ ১৯১৯ নাগাদ, যখন ঘরে বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে তিনি ইউরোপে বেশী খ্যাত হয়ে পড়লেন। কারণ অমৃতসরে জনহত্যার প্রতিবাদে তাঁর নাইটহুড পরিত্যাগ। (Rabindranath Tagore/ Mary Lago, pg 122) কিছু পরে লেখিকা লিখেছেন গোরার ইংরেজি অনুবাদে দুটো প্রতিবন্ধকতা গোড়াতেই এসে দাঁড়ায়। নায়কের আকস্মিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া অনিবার্যভাবে পাঠককে মনে পড়িয়ে দেয় কিপলিঙের কিম উপন্যাসটির কথা। রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় কিপলিঙ আখ্যা দিলে সেটা তো খুশী হবার কথা নয়। তাছাড়া, গোরা অত্যন্ত বেশী কথা বলে। উপন্যাসটিতে দীর্ঘ বিতর্ক এবং কথাবার্ত্তা হয়ত ১৯০৭ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণার কার্যকরী প্রকাশ রূপ কিন্তু ১৯২৫ সাল নাগাদ পশ্চিমের পাঠক সমাজ অপেক্ষাকৃত কম নিস্তরঙ্গ-উপন্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এবং পশ্চিমী মেজাজ বৌদ্ধিক প্রামনস্কতা থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিচারী শক্তির দিকে চলে গেছে (পৃ. ১২৬)। 'গোরা' উপন্যাসটির বিচার না থাকলে ও লাগো-র লেখা পড়ে আমরা বুঝতে পারি কেন পশ্চিমা পাঠক গোরাকে গ্রহণ করতে চায় নি।

সংক্ষেপে শীজগতের দিকে তাকানো যাক। Vengerova র একটি রচনার উল্লেখ করছেন অধ্যাপক দানিলচুক। এই মহিলা রবীন্দ্র রচনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির মিলনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্ররচনায় সত্য উত্থিত সংকল্প অভিলাষ থেকে নয়, কারণ প্রাচ্যের ধর্মগত স্থিরতা পশ্চিমা পৃথিবীর আত্ম ইচ্ছা, অনুভব ও শিল্পে প্রতিফলনের একেবারে বিপরীত। দানিলচুক বলছেন যে এই মহিলা এমন মন্তব্য করতেন না, যদি তিনি জানতেন স্বদেশী আন্দোলনে, রবীন্দ্রনাথের অংশ গ্রহণ এবং 'গোরা' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর কথা। তবে ভেনজেরোভা রবীন্দ্রনাথকে মার্কা মারা মিস্টিক বা থিয়োসফিস্ট বানাতে চান নি। (Tagore, India and Soviet Union\ A. P. Gnatyuk-Danil Chuk.পৃ, ৯০)। M. I. Tubyansky ছিলেন বড়ো মাপের প্রাচ্যবিদ ও সাহিত্যরসিক। তিনি ১৯২৫ এ 'নৌকাডুবি'র এবং ১৯২৬ এ 'গোরা' র ভূমিকা লেখেন। গোরার ভূমিকায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বিস্তারে বলে নেন, কেশবচন্দ্র সেনের কার্যকলাপের কথা তোলেন। এইভাবে বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর আশির দশকের কথা ভূমিকা করে নিয়ে বলেন। 'গোরা' উপন্যাসে উনিশ শতকীয় বৌদ্ধিক জীবনের বাস্তব চিত্র আছে, ঐতিহ্য বিরোধী সংস্কারের কথা আছে। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের অন্তর ত্রিয়া নব্যহিন্দুবাদের সঙ্গে। আর এ হল কেশবচন্দ্রীয় ব্রাহ্মসমাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কথা আনতে চান নি, পরেশবাবু যেন আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন (ঐ, পৃ. ১৫৩)। টুবিয়ানস্কি অন্যত্র আরো বলেন যে গোরা এবং তাঁর অনেক ছোট গল্পের পাতা উলটে গেলে বোঝা যায় ভারতীয় চাষী জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং জানতেন চাষী সমস্যার সমাধান ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। সমালোচকের মতে গোরা উপন্যাসে ভারতীয় গ্রামের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় আছে, রবীন্দ্রনাথ জানতেন ভারতীয় আদর্শ লালন আর বাস্তবতা এক নয়। ভারতবর্ষীয় গ্রাম এতই দুর্দশাগ্রস্ত যে সত্যিকারের রাজনৈতিক কাজ অসম্ভব। গোরা চরিত্রটি এবং তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জানতেন না কিভাবে গ্রাম সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এবার দানিলচুকের মন্তব্য হল—এই সমালোচক উপন্যাসটির সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি দেখতে ভুলে গেছেন এবং তা হল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উত্তোলনে দেশের সর্বপ্রকার শক্তিকে একত্রিত করার প্রয়োজন অনুভব যা উপন্যাসটিতে আছে। আমরা বাঙালী পাঠকরা এবার প্রা করি—সত্যিই কি তা আছে? দানিলচুক কি ভুল করেন নি? ত্র. দ্দন্দ্বপ্তন্ধপ্লক্ক,আর একজন শ আলোচক, দানিলচুকের মতে, গোরার মতো গুত্বপূর্ণ বাঙলা উপন্যাসের তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। ভেল্টম্যান লেখেন—'গোরা উপন্যাসটি হিন্দু বুদ্ধিজীবীত্বের আদর্শ গত মুড প্রকাশে অগ্রহবর্জিত নয়। তবে এ উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের প্রা ব্যবহার যথেষ্ট মাত্রায় অনভিজ্ঞ সুলভ এবং অিবাসযোগ্য।' দানিলচুকের মন্তব্য অনভিজ্ঞসুলভ একথা রবীন্দ্রনাথ নয় ভেল্টম্যান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তাছাড়া ভেল্টম্যান জাতীয়তাবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ রচনায় সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনার খবর রাখেন না। (পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫৯)

প্রাগের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এবং বাঙলা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক দুশান ঝাভিতেল তাঁর বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক বইতে প্রথমে গোরা কবে কোথায় প্রকাশ পেল, তার কেন্দ্রীয় প্লটটি কি এসব বলে নিয়ে বলেন—কেন্দ্রীয় প্লটের পরিপূরক হল কয়েকটি ঘটনা আর যা প্রায়ই বুনোট করা হয়েছে লম্বা ধর্মীয় প্রার আলোচনায়। যেভাবে গোঁড়া হিন্দুত্ব এবং ব্রাহ্মত্বের দ্বন্দ্ব সমাধিত হল তার থেকে আধুনিক হিন্দু ভারতে ধর্মীয় সমস্যা বিষয়ে রবীন্দ্র ধারণার আলো পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বাতিল করেন, ব্রাহ্মবিদদের প্রতি অনাগ্রহী হন। পরিবর্ত্তে তাকান মুক্ত মানবতাবাদীধর্মের দিকে, গির্জা বা স

ম্প্রদায় নয়, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস যা জাত, শ্রেণী ধর্মপন্থিদের অস্তিবাচক, গণতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধা দেবে না। তাঁর (অর্থাৎ আলোচকের) মনে হয়েছে উপন্যাসটির মধ্যে সবথেকে অস্তিবাচক চরিত্র আনন্দময়ী, যিনি মুক্ত চিন্তাময়ী, তার শুদ্ধ মাতৃময়ী মানবতা কাউকে অবহেলা করতে দেয় না। এমনকি পরেশবাবু মহৎ হওয়া সত্ত্বে ও আনন্দময়ীর মতো আমাদের আকৃষ্ট করতে পারে না। আনন্দময়ীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতীয় স্ত্রীর ধারণা আঁকতে চাইছিলেন। আনন্দময়ীর বিপরীত হারানবাবু, অবিনাশ, এ দুটো চরিত্র এমন বাস্তব করে আঁকা যে পাঠক মনে তাদের নির্বুদ্ধিতা এবং সংকীর্ণতা নিয়ে বিরূপতা সৃষ্টি করে। এটা মোটেই কাকতালীয় ঘটনা নয় যে এ দুটি চরিত্র সৃজনে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল হিন্দু শিবিরের দুটি উদ্ধত গোষ্ঠীকে তুলে ধরা। আমরা ভুলছি না রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন, গোরা উপন্যাস পড়লে বোঝা যাবে কেন রবীন্দ্রনাথ এ ধরণের ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে সরে এসেছিলেন।

ভিক্টোরস ইভবুলিস লাটাভিয়ার একজন প্রখ্যাত রবীন্দ্র ভক্ত। কিছুদিন আগে তাঁর একটি বই এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে (Tagore : East and West cultural Unity)। এ বইতে 'গোরা' সম্পর্ক কিছু কিছু মন্তব্য পাওয়া যায়। বাস্তব ও কল্পনার সম্পূর্ণতার বোধ আছে 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। 'গোরা' উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র হিন্দুত্ব এবং ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারপন্থীর প্রতিনিধি তারা পরস্পর ভিন্নতা সম্পর্কে অত্যন্ত সহিষ্ণু (আনন্দময়ী ও পরেশ বাবু) অ ার উপন্যাসের সক্রিয়তার ক্ষেত্রে আমরা শেষ পর্যন্ত এই ধারণায় পৌঁছাতে পারি যে বন্ধুত্ব ও প্রেম লোকেদের সম্প্রদ ায়গত ধর্মীয়তার ঊর্দ্ধে। ফলে হিন্দু বিনয় প্রায় শান্তি রেখেই ব্রাহ্ম ললিতাকে বিয়ে করতে পারে। লেখক সুচরিতা ও গে ারার বিয়ের ক্ষেত্রেও কোনো বাধা রাখেন নি। সুচরিতা ব্রাহ্ম সমাজের, গোরা প্রথমত ছিল গোঁড়া ব্রাহ্ম, তারপর ধর্মীয় ব্রাত্য। বাস্তবে এ রকম বিয়ে অসম্ভব। গোরা যখন জানল সে ব্রাহ্মণ নয়, এক আইরিশের পুত্র, সে তখন সমাজ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি বোধ করল এবং পরেশবাবুকে বলল— 'আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন। আমাকে সেই ঈশ্বরের মন্ত্র দিন— যিনি হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলের ঈশ্বর, যার মন্দির সব জাতের কাছে খোলা, কারও কাছে বন্ধ নয়।' বলা যায় এ রকম দেবতা তো সমাজের অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত নয়, এ যেন গোরার স্বপ্ন। কিন্তু এ কি রবীন্দ্রনাথরই স্বপ্ন নয়, ক ারণ তাঁরই তো ধারণা ছিল—'সত্য তথ্যের ওপর নয়, তথ্য ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।' আর এক জায়গায় বলছেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোমান্টিসিজম হাত ধরাধরি করে আছে বাস্তববাদের সঙ্গে। গোরা উপন্যাসে নায়কের ভাগ্য নির্ণয় রে ামান্টিক আয়রনিতে উপস্থাপিত কিনা বোঝা যায় না। গোরা দীর্ঘ এ উপন্যাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত হিন্দু মূল্যবোধের সমর্থক, সমাজ সংস্কার এবং রাজনৈতিক সংঘাত সম্পৃক্ত। গোরা যতই ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করে, খাঁটি ভারতীয়ত্বের বোদ্ধা হয়ে ওঠে, ততই হয়ে ওঠে হাস্যকর, কারণ পাঠক তো জানে—গোরা ইউরোপীয় বাবা মায়ের সন্তান, আর হিন্দুশাস্ত্র বিচারে, যা সে সমর্থন করে, সে তো হিন্দুধর্মের বাইরে। লোকে অবাক হবে রবীন্দ্রনাথ কেন তার এই যুবক ও অত্যন্ত সহ ানুভূতি পাওয়া চরিত্রটির প্রতি এত নিষ্ঠুর হলেন। ঠাট্টা করা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত ছিল না, আর কয়েক বছর আগেই তো স ামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে লিখছেন। হয়ত অতিরিক্ত রোমান্টিকতার ফল বাস্তবতার নৈকট্য। মনে রাখতে হবে 'গোরা' লেখার পর ও রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী হন নি, অংশতঝুঁকেছেন সাংকেতিক নাটক ও কবিতার দিকে আর প্রধান চরিত্রের রূপায়ণে অ াছে রোমান্টিক আয়রণি। (পৃ. ১১১) ইবুলিস দেখান 'গোরা' র মুখ্য ভাববস্তু আছে গীতাঞ্জলির ১০৬ নং কবিতায় (ভ ারততীর্থ) (পৃ. ১৩৮)। দেখা যাচ্ছে, ইভবুলিস উপন্যাসটির মূল ব্যাপারটি ধরতে পেয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্র ভক্তি সত্ত্বেও সমালোচনার দিকগুলিও যথেষ্ট ভাববার মতো। অধ্যাপক জাভিতেলের আলোচনা একেবারেই বিষয়মুখী, বা বলা ভালো সমাজ ধর্ম পরিপ্রেক্ষিত উত্থাপন, কিন্তু এই জিজ্ঞাসা কতদূর ঔপন্যাসিক উৎকর্ষ লাভ করলো, বা উপন্যাস হিসেবে এর কলাকৌশল গত সার্থকতা অসার্থকতা কেমন তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন নি, অনেক পাশ্চাত্ত্য আলোচকই করেন নি। সেটা কি তাদের অক্ষমতা না কি অন্য কিছু? কে জানে। আর একটা জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে। তা হল—রবীন্দ্রন াথের গোরা কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বাসীর মনে আদৌ সাড়া জাগাতে পারেনি। সে তুলনায় ঘরে বাইরে নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে,এমন কি নৌকাডুবি নিয়েও, এর কারণ কি? হয়ত গোরা উপন্যাসের বিষয় গত উপস্থাপনায় তাঁদের অর্থাৎ পাশ্চ াত্ত্য আলোচকদের আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজগত বক্তব্য অপছন্দ হলে সেটা প্রভাব ফেলেছে তাঁর সাহিত্যবিচারে, তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিতিতে। 'গোরা' প্রসঙ্গে এর সঠিক উত্তর কেউই দিয়েছেন বলে জানি না। সেই অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহ জাগক রেখেই আপাততঃ দাঁড়ি টানা যাক।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com